EASTERN NEWSLETTER

Quarterly

40 YEARS OF COMPREHENSIVE SERVICE

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

EASTERN INSURANCE PLC.

Credit Rating

Since 2023

Eastern Insurance PLC. made an outstanding record by achieving International standard AAA Credit rating in the non-life Insurance sector in Bangladesh.

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

EASTERN INSURANCE PLC.

(The Symbol of Comprehensive Security)

Head Office: 44, Dilkusha C/A (1st & 2nd Floor), Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 02223383033-34 & 02223384246-48
E-mail: info@eiclbd.com Website: www.eiclbd.com

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

EASTERN INSURANCE PLC.

(The Symbol of Comprehensive Security)

Quarterly Bulletin of the Eastern Insurance PLC.

Vol. No. 9th, (March-May 2026)
Published in May 2026

Mr. A.S.M. Waheeduzzaman
Chairman

Mr. Hasan Tarek
Chief Executive Officer

Mr. Anamul Gani Chowdhury
Chief Financial Officer

Ms. Kazi Farhana
Company Secretary

Mr. Muhammad Zilon
Head of Compliance

Corporate Information

Registered Name of the Company
Eastern Insurance PLC.

Nature of the Business
Non-life insurance business Company

Registration Number
C-15613 dated 06.07.1986

Tax Identification Number (TIN)
565296605930

Business Identification Number (BIN)
001569194-0202

Number of Subsidiary Companies under Eastern Insurance PLC. 01 (One)

Registered Office
44 Dilkusha C/A (1st & 2nd Floor), Dhaka-1000, Contacts
PABX : +88 02 223384246-8, 02 223383033-4
E-mail : info@eicl.com, Web Presence: www.eiclbd.com

Important Events of The Company

10.07.1985	:	Permission to form Insurance Company
07.06.1986	:	Certificate of Incorporation
15.07.1986	:	Commencement Certificate of Business
03.11.1988	:	Change of name from Eastern Union Insurance Co. Ltd. to Eastern Insurance Co. Ltd.
31.10.1993	:	Public Issue
18.03.1994	:	Listing with DSE
12.11.1996	:	Listing with CSE
12.06.2011	:	Rights Shares Issue
02.12.2025	:	Becoming Eastern Insurance PLC.

From the Editor's Desk

Distinguished Readers
Assalamu Alaikum,

By the grace and mercy of Almighty Allah, it is with great privilege that we continue the glorious journey of Eastern Insurance PLC. Over the past forty (40) years, our company has built a strong legacy, and the Eastern Newsletter serves as a meaningful platform to strengthen relationships and ensure effective communication among all stakeholders.

At the outset, I express my deepest gratitude to Almighty Allah for granting me the strength, wisdom, and opportunity to serve this esteemed organization. I am equally grateful to the Honorable Board of Directors for entrusting me with the noble responsibility of contributing to such a reputed and nationally respected institution.

Over the past four decades, Eastern Insurance PLC. has established itself as one of the pioneer general insurance companies in the country. This remarkable journey has been made possible through the unwavering support of our valued shareholders, respected clients, well-wishers, and dedicated employees. Compared to other reputed non-life insurance companies, our company has secured a strong and commendable position in the industry.

At this significant moment, we respectfully remember and pay tribute to our Founder Chairman, Late Mr. M. Haider Chowdhury; Honorable Vice Chairman, Late Mr. Moklesur Rahman; and esteemed Directors Late Mr. Abdur Rahim, Late Mr. Abul Hashem, Late Mr. Fayez Ahmed, Late Mr. Golam Rabbani, and Late Mr. Durand Mehdadur Rahman. Their invaluable contributions laid the foundation for the company's growth and long-standing success. We pray to Almighty Allah to grant them eternal peace in Jannatul Ferdous (Ameen).

I also remember with respect our former colleagues, well-wishers, and clients who significantly contributed to the company's development but are no longer with us. Their contributions remain deeply cherished, and we pray for their eternal peace.

On behalf of Eastern Insurance PLC., I humbly convey my heartfelt gratitude and deep respect to Mr. A.S.M. Waheeduzzaman, Honorable Chairman of the Company, for his guidance in publishing the Eastern Newsletter on a quarterly basis. I also extend my sincere thanks to our Honorable Director, Mr. Matiur Rahman (Chairman and Managing Director of Uttara Group of Companies), along with other respected Directors, for their inspiration and encouragement in continuing this publication.

Furthermore, I would like to express my sincere appreciation to our Chief Executive Officer, Mr. Hasan Tarek, and all members of the Eastern Insurance family, as well as our respected audience, listeners, and readers, whose inspiration and support motivate us to move forward.

We are pleased to announce the publication of Volume 09 of the Eastern Newsletter, made possible by the encouragement of our valued readers.

On behalf of the company, I kindly request all respected readers and well-wishers to continue inspiring and supporting us, as you have always done. We look forward to your continued presence beside us in the days ahead.

In closing, we sincerely wish our beloved Eastern Insurance PLC. continued success and hope it reaches the highest peak of excellence in the years to come.

With respectful regards,

Kazi Farhana
Company Secretary and Head of HRD
Eastern Insurance PLC.

আমরা সবাই মিলে কাজ করবো

আ. স. ম. ওয়াহিদুজ্জামান
অবসরপ্রাপ্ত কর কমিশনার ও চেয়ারম্যান, ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় আপনার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান কী? আমি নিশ্চিত, সবাই বলবেন, আমার প্রিয়জনের জীবন। সেই প্রিয়জনের জীবন যদি অকালে ঝরে যায়, তাহলে সে দুঃখ বহন করা অসহনীয় হয়ে উঠে। দূর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে গত বেশ কয়েক বছর ধরে এরকম ঘটনা ঘটছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দ্যা স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজরি গ্রুপ অব এক্সপার্টস (এসএজিএ) বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বিশ্বে গত ৬ দশকে মশাবাহিত রোগির সংখ্যা ৩০ গুণ বেড়েছে। বিশ্বে মোট ১২৮টি দেশের প্রায় ৩৯ কোটি লোক প্রতিবছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। তাদের মধ্যে ৭ লক্ষ রোগি হাসপাতালে ভর্তি হন।

গত কয়েক বছর ধরেও ডেঙ্গু জ্বর বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ডেঙ্গু জ্বরের গতানুগতিক লক্ষণের চেয়ে বর্তমান সময়ের লক্ষণ গুলো অনেকটাই ব্যতিক্রম। এ বিষয়টি আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে এদেশের মানুষকে।

আতঙ্ক নয়, সচেতনতাই সমাধান দিতে পারে ডেঙ্গু জ্বরের। সাধারণত জ্বর এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। এর লক্ষণ বুঝে চিকিৎসা প্রয়োজন। আমরা সবাই মিলে যদি আমাদের বাড়ি-ঘর, অফিস-আদালত, আমাদের আশে পাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি তাহলে ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা জন্মগ্রহণ করবে না। আর পরিবারের সব সদস্যদের এবং নিজের যেনো ডেঙ্গু জ্বর না হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রায় ২৬০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুর ঝুঁকির মধ্যে আছে। জলবায়ু পরিবর্তন, ভাইরাসের বিবর্তন, অপরিকল্পিত ও অত্যধিক জনসংখ্যার নগরায়ন অপর্যাপ্ত ও অস্বাস্থ্যকর বর্জ্য ও পানি ব্যবস্থাপনার কারণে ডেঙ্গু মশার, জ্বরের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার গবেষণায় আরও বেরিয়ে এসেছে যে, বছরে ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি মানুষ ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। এর মধ্যে বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায়। এর কারণ অনুসন্ধানে দুটি মত জানা গেছে, একটি মত হচ্ছে, ডেঙ্গু ভাইরাসের অভিযোজন ঘটে, ভিন্ন একটি উপস্ট্রেইন সৃষ্টি হবার কারণে এটার বিস্তৃতি ঘটছে। কারণ ভাইরাসের দেহে অভিযোজন ঘটলে এরূপ বিস্তৃতির আশঙ্কা থাকে। অন্য মতটি হচ্ছে, এডিস মশার বাধাহীন প্রজনন বা অতি প্রজননই এক্ষেত্রে মূল কারণ।

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো ডেঙ্গু জ্বর। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। মারাও যাচ্ছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ৩২১,১৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার মাঝে মারা যায় ১৭০৫ জন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ প্রতিনিধি)। ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যাক্তিদের মধ্যে রয়েছে- বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, চিকিৎসক, গৃহিনী, চাকুরিজীবী, খেটে খাওয়া মানুষ। তারা আমাদেরই কারো না কারো প্রিয়জন। স্বজন হারানোর ব্যথা যে কী তীব্র তা শুধু যারা হারিয়েছে তারাই বুঝে।

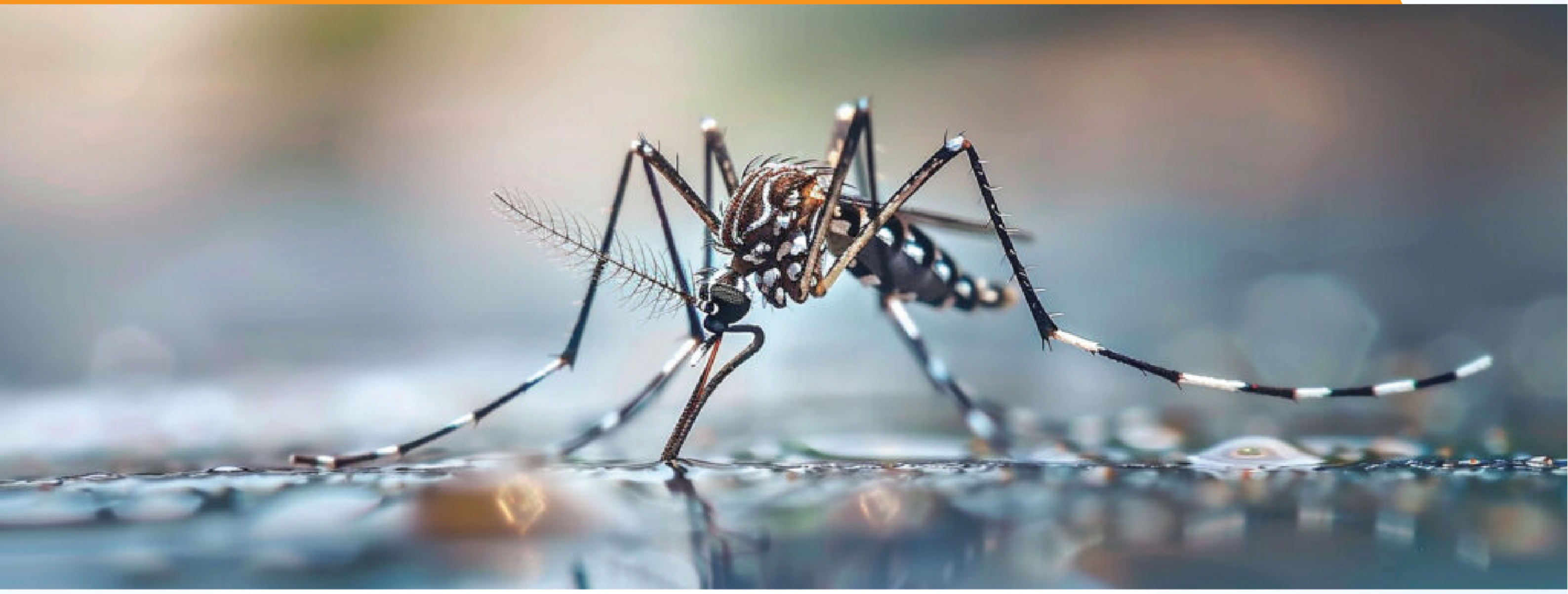

আমাদের এখন ডেঙ্গু জ্বর মোকাবেলায় সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাগুলো এবং সাথে সর্বস্তরের জনগণ। আমাদেরও সনাতন চিন্তাভাবনার পরিবর্তন আনতে হবে। আগের মত শুধু বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর ব্যপারে সাবধান থাকলে চলবে না। সারা বছরই ডেঙ্গু মশার বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযান চালাতে হবে।

আমরা যারা কেউ মা-বাবা, কেউ অভিভাবক, কেউ শিক্ষক, কেউ চাকুরীজীবী, কেউ ব্যবসায়ী, যে যে দায়িত্বেই আছি, সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্র থেকে আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাবো।

প্রথমে, ডেঙ্গু মশা যেনো আমাদের কামড়াতে না পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পারিবারিক, দাপ্তরিক এবং সামাজিকভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করবো। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো পরিবার থেকে, পরবর্তীতে যতটুকু পারবো সবাইকে নিয়ে মশার প্রজনন ক্ষেত্রগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবো। সেটা আমাদের কর্মস্থল থেকে শুরু করে বাড়ীর আশ-পাশ এবং আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করতে পারি, তা করার জন্য সচেষ্ট হবো।

আমরা নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই দেখতে পারছি, কত দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে স্বজন হারা পরিবারগুলো দিন যাপন করছে। এর যেনো পুনরাবৃত্তি না হয়। আমরা একটু সচেতন হলেই এর থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।

পরিবারের শিশু এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে অভিজ্ঞদের বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। শিশুরা দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে, ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় পড়াশুনা, কম্পিউটার কিংবা ভিডিও গেমস খেলতে থাকে, তখন ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকা এডিস মশা এসে কামড়ে দিতে পারে। সেজন্য পরিবারের নাজুক এই সদস্যদের বিষয়ে আমরা যারা অভিভাবক আছি, তারা একটু কষ্ট করে খেয়াল রাখবো, তাদের যেনো মশা কামড়াতে না পারে।

মশা যেনো ঘরে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর মশা যেনো আমাদের পরিবারের সদস্যদের কামড়াতে না পারে সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর যখন আমরা বাইরে বের হবো, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেই যেনো বাহিরে যাই, লম্বা পোশাক, আচ্ছাদিত পা এবং হাত এবং মশা নিরোধক লোশন বা তেল মেখে যেনো বাইরে যাই।

আর অপরদিকে আমার উপর নাগরিক দায়িত্ব যা, তা যেনো আমি বাইরের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতেও পালন করি। আমি যদি ডাব খাই, তাহলে ডাব ওয়ালাকে বলবো এই ডাবের খোসাটিকে যেনো সে সঠিকভাবে টুকরো করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে যেনো ওই ডাবের খোসায় পানি জমতে না পারে। আপনি দয়া করে ওই ডাবওয়ালার পাশে একটা ষ্টীকার লাগিয়ে দেন বা তাকে বলেন, যেনো ডাবটাকে সঠিকভাবে কোথাও রাখে যেনো সেখানে পানি জমতে না পারে। এভাবে কম করে হলেও ২ লক্ষ লোক যদি প্রতিদিন ১টি করে ডাব খাই আর ডাবের খোসা সঠিকভাবে রাখার ব্যবস্থা না করি, তবে ডেঙ্গু মশা খুব নিরাপদেই তার বংশ বিস্তার করবে। আর দেশব্যাপী আমরা তার শিকার হবো। আমার, আপনার পরিবারের যে কোন সদস্য যে কোন সময় তার ভুক্তভোগী হতে পারে।

আর নিজ বাড়ির সামনের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব তো আমাদেরই। সিটি কর্পোরেশন আমাদের সহায়তা করতে পারে। কিন্তু মূল কাজটি আমাদেরই করতে হবে। আমি পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখেছি, নাগরিক দায়িত্ব পালনে তারা কতোটা সচেষ্ট। তারা চিন্তা করে তাদের কারণে যেনো অন্যেরা কষ্ট না পায়। নিজ বাড়ীর আশ-পাশ পরিষ্কার রেখে তারা নিজেরাও ভালো থাকে, প্রতিবেশীদেরকেও ভালো রাখে। এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনেরও কড়া নজরদারি রয়েছে। কোনো বাড়ি, অফিস কিংবা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আশ-পাশ অপরিষ্কার, নোংরা,

অস্বাস্থ্যকর পেলে সে বাড়ির মালিককে তারা জরিমানা করে দেয়, সাথে সাথে তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলে নিজ, পরিবার, প্রতিবেশী এবং সর্বোপরি দেশের স্বার্থে তার এই অনাগরিকসুলভ আচরণটি ভালো নয় এবং এর যেনো পুনরাবৃত্তি না হয়। এ ভাবেই তারা সমগ্র পরিবেশকে, পুরো দেশকে পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর রাখছে। ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও এ বিষয়টি শুরু হয়েছে। দুই সিটি কর্পোরেশন একটু দেরীতে হলেও জরিমানার বিধান আরোপ করেছে এবং এর সুফল পাচ্ছে। আমরা আশা করছি, আমাদের নাগরিকগণ সচেতন হবেন এবং ক্রমশই জরিমানা ছাড়াই আমাদের পুরো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর রাখতে সচেষ্ট হবেন।

আমরা যারা নিজস্ব গাড়ীর মালিক কিংবা সরকারি গাড়ী ব্যবহারের জন্য দেওয়া আছে, আর যারা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছি অথবা আমরা যারা গাড়ী মেরামতের, দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত তারা যদি একটু সচেতন হই এই টায়ারগুলো রক্ষণাবেক্ষণে, তাহলে বাংলাদেশ থেকে ২২ শতাংশ ডেঙ্গু দূর হয়ে যাবে কারণ একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এই ডেঙ্গু মশা বিস্তারে এই পরিত্যক্ত টায়ারগুলো ২২ শতাংশ দায়ী। আমার, আপনার একটি নৈতিক দায়িত্ব এই গাড়ী মেরামতের কারখানার মালিকদের সচেতন করে দেওয়া, তারা যেনো এই পরিত্যক্ত টায়ারগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেনো এগুলোতে কোনো পানি জমতে না পারে।

আর একটি বিষয় খুবই উদ্বেগজনক, তা হলো, পলিথিনের ব্যবহার। আমরা সবাই জানি এটা পঁচনশীল নয় এবং এটি পরিবেশকে ভয়ংকরভাবে বিপর্যস্ত করে। এই পলিথিন যখন যত্র তত্র পড়ে থাকে, এর পড়ে থাকা অবস্থায় যদি এর মাঝে এক চা চামচের পরিমাণ পানিও জমতে পারে, সেখানেই এডিস মশা ডিম পাড়তে পারে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এরকম কোটি কোটি পলিথিন আমরা যত্র-তত্র ফেলে দিচ্ছি এবং এডিস মশার বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করছি। আমাদেরকে দ্রুত এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমাদের নগরজীবনের একটি নান্দনিক বিষয় হলো, আমরা বাগান ভালোবাসি। এটা একটা ভালো দিক। কেউ কেউ আমরা ছাদের উপর বাগান করে থাকি, নিজেদের প্রয়োজনীয় শাক-সবজি ফল আহরণের জন্য। এর একটা অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত ভালো দিক আছে। কিন্তু এর বিপরীতে এর একটা পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত বিরূপ প্রভাবও আছে। এর টবগুলোতে যদি পানি জমে থাকে, ছাদে যদি পানি জমে থাকে, তাহলে এই পানিতেই এডিস মশা ডিম পারে, বংশ বিস্তার করে।

আমরা একটু ভেবে দেখি, আমরা সমগ্র দেশে কতো লক্ষ পরিবার এই বাগান/ছাদের বাগান করছি। আমরা একদিকে ভালো কিছু করছি, আর যদি এডিস মশার বংশ বৃদ্ধির কথাটি ভুলে যাই, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের অজান্তেই বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসছি। কাজেই আমরা সচেতন হয়ে বাগান করবো, যেনো কোথাও কোনো টবে, বাগানে কিংবা ছাদে পানি জমে না থাকে দু'দিনের বেশী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী রয়েছে। আমরা সবাই চাই তারা সুস্থভাবে তাদের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করুক। কোনো অনাকাংঙ্খিত বিপর্যয় যেনো তাদের জীবনকে স্পর্শ না করে। কিন্তু আমরা দেখলাম গত কয়েক বছরে আমাদের বেশ ক'জন কোমলমতি শিক্ষার্থী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলো। জীবনের স্বপ্নগুলো বাস্তবতার ছোঁয়া পেলো না। ডেঙ্গু জ্বর তাদের নিয়ে গেলো মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিচিতজন থেকে অনেকদূরে।

আমরা এটা চাই না, আমরা চাই শিক্ষাঙ্গনে তারা নিরাপদে থাকুক। এর দায়িত্ব মা-বাবা, অভিভাবক আর শিক্ষকের। কোনো পরিত্যাক্ত জায়গায় এডিস মশা যেনো তার লার্ভা জন্মাতে না পারে, বংশ বিস্তার না করতে পারে, তার আশ্রয়স্থল করতে না পারে।

এখন আমাদের প্রয়োজন পাঠ্যসূচীতে গরু রচনার পরিবর্তে এডিস মশার রচনা অন্তর্ভূক্ত করা। এডিস মশার আক্রমণে ডেঙ্গুর মোকাবেলা কিভাবে করতে হবে, সে বিষয়গুলো জানানো। বিশ্বের সকল দেশগুলো কিভাবে সফলভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করেছে, সেগুলো শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসে একটি সভার আয়োজন করতে পারে তাদের এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। শিক্ষকবৃন্দ তাদেরকে নিয়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন এবং এর আশ-পাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। প্রয়োজনে তারা সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কাউন্সিলের সহযোগিতা নিতে পারে। এমনকি নাগরিক কর্তব্যবোধ থেকে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাইলে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের কিছু এলাকাও তারা মশকমুক্ত করার জন্য সহযোগিতা করতে পারে। এভাবে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে পুরো দেশটাকে মশকমুক্ত করতে পারি।

আমরা যারা বিভিন্ন অফিসে কর্মরত, তাদেরও একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়ে গেছে, নিজ নিজ অফিস এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে পরিচ্ছন্ন রাখা, মশামুক্ত রাখা। নিজ অফিস প্রধান তার অধীন সবাইকে প্রণোদনা যোগাবে এ কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কিংবা প্রয়োজনীয় জনবল নিয়ে এ কাজটি বছরব্যাপী করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আমাদেরকে এ বিষয়টি বুঝতে হবে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই। মানুষ আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে, আতঙ্কগ্রস্ত হবে- এটা কোনো মতেই কাম্য নয়। আমাদের সবার উচিত হবে জনসচেতনতা তৈরী করে এর সমাধান করা।

দু' অফিসের মাঝখানে নো-ম্যানস ল্যান্ড, অফিসের ছাদে, কার্নিশে, বারান্দায় পানি জমে আছে কি না, অফিসে লাগানো এসিগুলোতে পানি জমে আছে কি না, এটা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনোভাবেই তিনদিনের বেশী পানি জমতে দেওয়া যাবে না। অফিসের ফ্রিজগুলোও ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এর নীচে পানি জমে আছে কি-না, সেগুলোও নিয়মিত ফেলে দিতে হবে। অফিসের ওয়াশরুম, কোনায় এবং স্টোর রুমগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যেনো কোথায়ও এডিস মশা লুকিয়ে থাকতে না পারে। এই মশার একটি কামড়ই ডেকে আনতে পারে যে কারো জন্য বিপর্যয়। আর একজনের বিপর্যয় মানে হচ্ছে পুরো একটি সংসার এর বিপর্যয়। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ আপনারা আপনাদের কর্মস্থল পরিচ্ছন্ন রাখুন। মশকমুক্ত রাখুন, নিজে বাঁচুন, অন্যের জীবন বাঁচান।

কিছু কিছু কার্যকর পদক্ষেপ সারা বছরই নিতে হবে। যখন কোন রোগ বা বিপদ আমাদের সামনে এসে পড়ে, তখন আমরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি, আর সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু বিপদ চলে গেলে বা কমে গেলে, আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই, অর্থাৎ সব কিছু ভুলে যাই। এর মূল্য আমাদের আগেও দিতে হয়েছে, এবং আবারো যদি শিথিল হয়ে যাই, চরম মূল্য দিতে হবে।

প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো- এটা আমরা সবাই জানি। কাজেই আমরা সারা বছর ডেঙ্গু মশার প্রতিরোধ করে ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, আর এর জন্য প্রয়োজন নিজ বাড়ি, আঙ্গিনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, সর্বত্র পরিচ্ছন্ন রাখা, মশকমুক্ত রাখা।

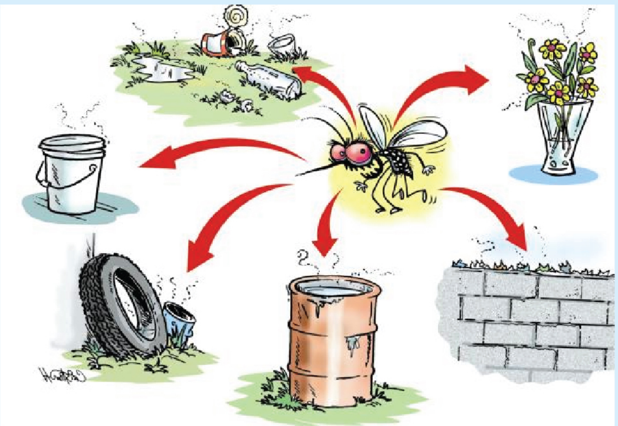

বিশেষজ্ঞদের মতে, আমরা সচেতন হলে, যুক্তিসংগত আচরণ করলে, বিবেক বুদ্ধি খাটালে, এত বেশি স্বার্থপর না হলে, অন্যের সুবিধা অসুবিধার প্রতি মমত্ববোধ থাকলে, পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন থাকলে পরিস্থিতি অনেক নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মশার বিস্তার রোধ করতে হলে শুধু ওষুধ প্রয়োগ করলেই হবে না। কারণ একটি নির্দিষ্ট সময় পর এই মশারা এই ওষুধের বিপরীতে প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। অপরদিকে জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এ ধরণের রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। যে রকমটা হয়েছিলো সিঙ্গাপুরে, যদিও তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভালো ছিল।

ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে হলে 'ডেঙ্গুর' নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঢাকা শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণেই এডিস মশার বিস্তার ঘটেছে। কাজেই মশার বিস্তার রোধে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার কথা ভাবতে হবে। মশার বংশ বিস্তার রোধ করতে জৈব বালাইনাশক বি.টি.আই (Bacillus Thuringiensis Israelensis) প্রয়োগ করা যায়। যে সব দেশ মশার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে সেসব দেশে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সব পোকা মাকড় (মশা সহ) নিয়ন্ত্রণ করছে। সমন্বিত পোকা মাকড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যদি অন্যান্য পোকা মাকড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে মশাও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে ১২৩টি প্রজাতির মশা আছে, তন্মধ্যে ঢাকায় আছে ১২টি। এর মাঝে এডিস ও কিউলেক্স প্রভাবশালী। এডিস মশার ডিম ছয় মাস পর্যন্ত শুকনো অবস্থায় ভালো থাকে। আর বৃষ্টি হলেই পানি পেয়ে শুকনো ডিমগুলো এবার আগেই বংশবিস্তার করে। তাই শুধু কোনো নির্দিষ্ট সময়ই নয়, সারা বছরই আমাদের চারপাশ পরিষ্কার রাখা দরকার।

শুধু এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়। সাধারণ অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয় না। তাদের সে ক্ষমতাও নেই। ডেঙ্গুর ভাইরাসটি শুধু এডিস মশার দেহে থাকে। ডেঙ্গু সংক্রামক নয়। তবে ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যদের কথা ভেবে মশাকে এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তি যতক্ষণ অসুস্থ থাকবে, তার শরীরে ভাইরাস থাকবে এবং তাকে এডিস মশা কামড়ালে ওই ভাইরাস মশার শরীরে চলে যাবে, ওই মশা যদি অন্য একজন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তাহলে সেই ব্যক্তি ডেঙ্গু জ্বর এ আক্রান্ত হবার আশংকা থেকে যায়। এজন্য কোন ব্যক্তি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে, কমপক্ষে তাকে ৯ দিন মশারি টানিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা উচিত। ২০ দিন তার রক্তে ভাইরাসের অস্তিত্ব থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে ডেঙ্গু ভাইরাস স্থায়ীভাবে মানুষের শরীরে থাকে না। শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মাধ্যমে একসময় ওই ভাইরাস শরীর থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যায়। কিন্তু ভাইরাসের জন্য যে অ্যান্টিবডি তৈরী হয় সেই অ্যান্টিবডিটা চিরকাল সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়।

পূর্ণবয়স্ক মশাকে কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ করে দমন করতে হয়। তবে আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, রাসায়নিক কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব আছে জনস্বাস্থ্যে এবং পরিবেশে। তাই এর প্রয়োগে এবং মাত্রা নির্ধারণে খুব সতর্ক থাকতে হবে। চেষ্টা করতে হবে নানাভাবে, ভিন্নভাবে, একসঙ্গে বা আলাদা আলাদা জৈবিক, রাসায়নিক কিংবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সারা বছরই এ চেষ্টা অব্যহত থাকবে এবং ডেঙ্গু মশা দমনের জন্য সমন্বিতভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে।

চিকিৎসা কার্যক্রম সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং নির্দেশনায় ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে ইতিবাচক ছিলো। চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারীদের আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রম খুবই প্রশংসনীয় ছিল।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখা এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটা কার্যকর সমন্বয় করে প্রকৃতপক্ষে এই মশকনিধন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম করতে হবে।

সবাইকে নিয়ে এক সাথে কাজ করার জন্য জন সচেতনতা বাড়াতে হবে। সমন্বিতভাবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে দেশব্যাপী সারা বছর ঘরে বাইরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং মশক নিধন কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে। আমাদের দেশে ডেঙ্গু নিয়ে সে রকম কার্যকর এবং পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এবং ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে পারেন।

On 31 March 2026, the 11th Healthcare Building Seminar was held in the Head Office premises of Eastern Insurance PLC. The keynote speaker of the program was the Honorable Chairman of EIPLC, Mr. A.S.M. Waheeduzzaman. The main focus of the seminar was the effects of stress and how to protect ourselves from stress in our professional, family, personal, social, and political lives. In his speech, the Chairman emphasized that stress is highly harmful to human life. He noted that if we want to lead a happy and fulfilling life, we must learn to stay free from stress. He also highlighted the importance of creating a stress-free workplace, which can significantly enhance productivity. According to him, sound health and a sound mind are the keys to achieving the best performance in any work environment. The seminar was attended by the CEO of EIPLC, Mr. Hasan Tarek; Chief Financial Officer, Mr. Anamul Gani Chowdhury; Company Secretary, Ms. Kazi Farhana; as well as all Heads of Branches, employees, and supporting staff. Participants joined both physically and virtually from outside Dhaka via Zoom.

It is a matter of great pride for the Eastern Insurance family to receive such valuable guidance from the Honorable Chairman regarding the often overlooked but critical issue of stress as a silent threat to human health. The seminar provided important insights and learning opportunities for all attendees. On behalf of the Eastern Insurance family, we extend our heartfelt congratulations and sincere gratitude to the Honorable Chairman for his insightful and motivational speech on managing stress in human life.

On 23 April 2026, Eastern Insurance PLC. convened its Managers' Meeting at the Head Office premises under the theme "Say 'No' to Commission." The meeting was presided over by the Honorable Chairman of the Company, Mr. A.S.M. Waheeduzzaman.

The central focus of the meeting was the implementation of the "No Commission" policy in the non-life insurance sector. In line with the directives of the Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) and the Bangladesh Insurance Association (BIA), agent commissions have been set at 0% across the industry. The Chairman emphasized strict compliance with this policy and highlighted its importance in ensuring transparency, sustainability, and long-term growth of the insurance sector.

Following the formal session, the Chairman distributed awards and prize money among the top-performing branch heads in recognition of their outstanding business achievements under the "Man of the Month" program.

The award recipients were announced as follows:

- **November 2025:**

  Mr. Khondoker Rokib Hossain, Additional Managing Director & Head of Motijheel Branch, Dhaka
- **December 2025 & January 2026 (Jointly):**

  Mr. Kamrul Hasan, DMD & Head of Gulshan Branch & Ms. Farhana Afroz, EVP, Gulshan Branch
- **January 2026:**

  Mr. M. G. Maruf Chowdhury, Assistant Managing Director & Head of Local Office, Dhaka
- **January 2026 (Category-C):**

  Mr. Abdul Jalil, Assistant Vice President & Head of Mymensingh Branch, Mymensingh
- **(Category-B):**

  Mr. Md. Salim Uddin, EVP & Head of Jubilee Road Branch, Chattogram
- **February 2026 (Category-C):**

  Mr. Md. Masudur Rahman, Vice President & Head of Sirajganj Branch, Sirajganj

The meeting was attended by the Chief Executive Officer, Mr. Hasan Tarek; Chief Financial Officer, Mr. Anamul Gani Chowdhury; Company Secretary, Ms. Kazi Farhana; along with all Heads of Branches and Departments. All participants were present physically.

At the conclusion of the meeting, on behalf of the Eastern Insurance family, all Heads of Branches expressed their heartfelt congratulations and sincere gratitude to the Honorable Chairman for his charismatic leadership, visionary guidance, and continued support.

The 12th Healthcare Awareness Building Seminar was held on 26 April 2026 at the Head Office premises of Eastern Insurance PLC. The program was graced by the Honorable Chairman of EIPLC, Mr. A.S.M. Waheeduzzaman, who delivered the keynote address.

The seminar focused on several critical health issues affecting modern lifestyles. Key topics included the harmful effects of unhealthy eating habits such as excessive consumption of junk food, irregular meal timing, and lack of nutritional awareness. Special emphasis was placed on liver health, including the importance of proper liver function, common liver diseases, and methods of early detection through regular medical check-ups every three to six months.

The Chairman highlighted that white sugar acts as a “slow poison” and encouraged participants to adopt sugar-free or low-sugar diets. He also stressed the importance of balanced nutrition, addressing malnutrition, and avoiding alcohol to maintain a healthy liver. Additionally, the seminar covered the negative impacts of technology overuse on human health and raised awareness about recent child health concerns, including the importance of rubella booster vaccinations and dengue prevention.

Environmental awareness was also an important theme. The Chairman encouraged tree plantation

initiatives and appreciated the efforts taken to maintain a green, clean, and eco-friendly Head Office environment.

In his speech, he emphasized that irregular eating habits and improper medication practices are highly harmful. He advised adopting a healthy lifestyle that includes regular physical exercise, consumption of nutritious vegetables, and avoidance of junk food. He further noted that good health and a sound mind are essential for achieving optimal performance in both personal and professional life. Creating a healthy workplace environment, he added, significantly enhances productivity and overall well-being.

The seminar was attended by the CEO of EIPLC, Mr. Hasan Tarek; Chief Financial Officer, Mr. Anamul Gani Chowdhury; Company Secretary, Ms. Kazi Farhana; along with all Heads of Branches, employees, and supporting staff. Participants also joined virtually from outside Dhaka via Zoom.

The Eastern Insurance family considers it a great privilege to receive such valuable guidance from the Honorable Chairman on these vital yet often overlooked health issues. The seminar provided meaningful insights and practical knowledge for all attendees.

On behalf of Eastern Insurance PLC, ther express their sincere gratitude and heartfelt appreciation to the Honorable Chairman for his insightful and impactful speech on maintaining sound health and a balanced life.

On behalf of Eastern Insurance PLC, Mr. Md. Moin Uddin, Assistant Managing Director & Head of Agrabad Branch, Chattogram, formally handed over a Motor Insurance claim cheque to the Honorable valued client, Mr. Shariful Islam Shiblu, General Manager of Ispahani Tea Ltd., Chattogram. Two other officials from Ispahani Tea Ltd. were also present on the occasion.

The non-life insurance industry in Bangladesh is expected to continue its gradual growth trajectory in 2025, supported by rising economic activity, increasing awareness of risk protection, and ongoing digital transformation initiatives within the financial services sector.

However, despite this positive momentum, the sector remains at a relatively early stage of development, with insurance penetration still low compared to regional and global benchmarks. This indicates significant untapped potential for long-term expansion.

Key Performance Trends

- The non-life insurance segment has demonstrated modest but steady premium growth, particularly driven by marine, fire, and industrial insurance lines.
- The industry continues to be characterized by a large number of market participants, resulting in intense competition.
- Digitalization efforts are gradually improving service delivery, customer engagement, and operational efficiency.
- Regulatory authorities are increasingly focusing on governance, transparency, solvency strength, and claim settlement discipline.

Major Structural Challenges:

Low Insurance Penetration: Insurance penetration in Bangladesh remains among the lowest in the region. Limited awareness, financial literacy gaps, and cultural perceptions continue to restrict market expansion.

Intense Competition: The relatively high number of insurers compared to market size has led to strong competition, which in some cases affects:

- Pricing discipline
- Profit margins
- Product differentiation
- Long-term financial stability

Profitability Pressure: Competition-driven pricing, rising claim costs, and operational expenses continue to exert pressure on underwriting profitability across the industry.

Claims and Trust Deficit: Delays in claim settlement and inconsistent customer experience in some cases have contributed to a trust gap between insurers and policyholders.

Limited Product Innovation: Many insurers still rely heavily on traditional insurance products, with limited diversification into:

- Micro insurance
- Health-related covers
- Digital insurance products
- Customized corporate solutions

Distribution Constraints: The industry remains dependent on traditional agent networks, with limited penetration in rural and semi-urban markets and relatively slow adoption of fully digital distribution channels.

Risk and Data Limitations: Some insurers continue to face challenges in:

- Advanced risk modeling
- Data analytics utilization
- Pricing accuracy
- Portfolio diversification strategies

Macroeconomic Sensitivities: Inflation, currency fluctuations, and economic uncertainty can affect:

- Consumer affordability
- Reinsurance costs
- Investment returns
- Claims severity

Industry Opportunities:

Despite a lot of challenges, the sector presents significant growth opportunities:

- Expansion of digital insurance platforms
- Rising demand for health, travel, and catastrophe-related coverage
- Growth in infrastructure and industrial insurance
- Increasing financial inclusion and awareness
- Potential for micro insurance in rural markets
- Strengthening of regulatory frameworks and governance standards

Strategic Industry Reforms and Recommendations

To ensure sustainable development of the insurance sector, the following strategic directions are recommended:

Strengthening Regulatory Oversight

Enhanced enforcement of solvency requirements, corporate governance standards, and claim settlement discipline can improve sector stability and public confidence.

Market Consolidation: Encouraging mergers and strategic consolidation may help create stronger, more capitalized insurers with improved efficiency and competitiveness.

Product Diversification: Insurers should focus on innovation in:

- Health and critical illness insurance
- Micro insurance products
- Digital and parametric insurance solutions
- SME-focused coverage

Digital Transformation: Wider adoption of:

- InsurTech solutions
- AI-based underwriting tools
- Digital claims processing
- Online policy distribution

Financial Literacy and Awareness: Nationwide awareness programs can improve understanding of insurance benefits and increase penetration.

Expansion to Underserved Markets: Developing rural distribution channels through mobile platforms, banking partnerships, and digital ecosystems.

Improved Claims Efficiency: Streamlining claims processing systems will strengthen trust and enhance customer satisfaction.

Outlook:

After above all discussion we can say the non-life insurance industry in Bangladesh is expected to remain in a gradual growth phase, supported by economic development, regulatory strengthening, and digital adoption.

However, sustainable progress will depend on addressing structural challenges such as low penetration, excessive competition, and limited product innovation.

With coordinated efforts from regulators, industry stakeholders, and insurers, the sector has strong potential to evolve into a more stable, efficient, and customer-centric financial services industry.

Hasan Tarek
Chief Executive Officer

প্রতিটি সেক্টরে বীমার গুরুত্ব

নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের এক শক্তিশালী ভিত্তি হলো বীমা

বীমা আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র সবার জন্যই বীমা একটি নির্ভরযোগ্য আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিভিন্ন ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এটি শুধু ক্ষতি পূরণই করে না, বরং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

১. ব্যক্তিগত সেক্টর

ব্যক্তিগত জীবনে বীমা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। হঠাৎ অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, অক্ষমতা বা সম্পদের ক্ষতির মতো পরিস্থিতিতে বীমা পরিবারকে বড় ধরনের আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা করে এবং ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

২. ব্যবসায়িক সেক্টর

ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থাকে যেমন- অগ্নিকান্ড, চুরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিংবা আইনি দায়। বীমা এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর সহায়তা দেয় এবং ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. কৃষি সেক্টর

কৃষি খাতে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। ফসল নষ্ট হওয়া, গবাদি পশুর মৃত্যু বা অন্যান্য ক্ষতির ক্ষেত্রে কৃষি বীমা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেয়। এর ফলে কৃষকের আয় স্থিতিশীল থাকে এবং কৃষিখাতে বিনিয়োগ বাড়ে।

৪. শিল্প সেক্টর

শিল্পকারখানায় বড় ধরনের সম্পদ যেমন যন্ত্রপাতি, ভবন এবং মজুদ পণ্য থাকে। বীমা এসব সম্পদকে বিভিন্ন দুর্ঘটনা বা ক্ষতির ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেয় এবং শিল্প উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৫. পরিবহন সেক্টর

সড়ক, নৌ ও আকাশপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঝুঁকি থাকে। পরিবহন বীমা যানবাহন, পণ্য এবং যাত্রীদের আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করে।

৬. শিক্ষা ও সরকারি সেক্টর

বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি স্থাপনা বীমার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে। এছাড়া শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনা বীমা তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

৭. জাতীয় অর্থনীতিতে বীমার ভূমিকা

বীমা দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বীমা খাত থেকে সংগৃহীত তহবিল বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করা হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

৮. বীমা খাতের আধুনিক দিক ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ক) ঝুঁকিসচেতন সমাজ গঠনে বীমা

বীমা শুধু আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যম নয়; এটি একটি ঝুঁকিসচেতন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার সময় বীমা ক্ষতির ভার ভাগ করে নেয় এবং ব্যক্তি ও সমাজকে দ্রুত পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে।

খ) ডিজিটাল যুগে বীমা সেবা

বর্তমান ডিজিটাল যুগে বীমা সেবা আরও সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। অনলাইন পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপ এবং ডিজিটাল ক্লেইম প্রসেসিং গ্রাহকদের জন্য সেবাকে আরও সুবিধাজনক করে তুলেছে।

গ) সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো অনেক মানুষ বীমার গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নন। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক তথ্য প্রচার এবং সহজ সেবা প্রদান বীমা খাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সরকারি নীতি সহায়তা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফলে ভবিষ্যতে বীমা খাত আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে- যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

উপসংহার

বীমা শুধু একটি আর্থিক পণ্য নয়-এটি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বীমার বিস্তার ও উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতিফলন বহন করে।

খন্দকার রকিব হোসেন
অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও শাখা প্রধান মতিঝিল
ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

On April 29, 2026, the Hon'ble Chairman, Mr. A.S.M. Waheeduzzaman, along with Mr. Hasan Tarek, Managing Director & CEO of Eastern Insurance PLC, paid a courtesy visit to the Hon'ble Inspector General of Police (IGP) of Bangladesh, Mr. Ali Hossain Fakir, and presented him with a bouquet of flowers. On behalf of Eastern Insurance PLC, they conveyed heartfelt congratulations on his new assignment and offered prayers for his long life, good health, and continued success.

We Mourn!

We deeply mourn the sudden demise of the beloved brother Dr. Joynul Abedin of Mr. Moin Uddin, Assistant Managing Director & Head of Agrabad Branch, Chattogram, of Eastern Insurance PLC, who passed away on 04 May 2026.On behalf of the Eastern Insurance PLC. family, we extend our heartfelt condolences to Mr. Moin Uddin and his family during this difficult time.

May Almighty Allah grant the departed soul Jannatul Ferdous and give strength and patience to Mr. Moin Uddin to bear this irreparable loss.

ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.
EASTERN INSURANCE PLC.
(The Symbol of Comprehensive Security)

We Mourn!

We deeply mourn the sudden demise of the beloved husband Mr. Abdus Sattar of Mrs. Sultana Islam, Manager, Branch Control department of Eastern Insurance PLC, who passed away on 24 March 2026.On behalf of the Eastern Insurance PLC family, we extend our heartfelt condolences to Mrs. Sultana Islam and her family during this difficult time.

May Almighty Allah grant the departed soul Jannatul Ferdous and give strength and patience to Mrs. Sultana Islam to bear this irreparable loss

ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.
EASTERN INSURANCE PLC.
(The Symbol of Comprehensive Security)

Establishment of Central Library
at Head Office of Eastern Insurance PLC.

“Knowledge is Power” — with this inspiring vision and the slogan “The more you read, the more you learn,” the Management of Eastern Insurance PLC, under the guidance and instruction of the Hon’ble Chairman, A.S.M. Waheeduzzaman, has successfully established a Central Library at the Head Office of the Company.

The library has been developed as a dedicated knowledge hub for the employees and stakeholders of the Company. It contains a wide range of valuable resources, including insurance-related books, regulatory guidelines, corporate rules and regulations, historical references, biographies, magazines, and internal newsletters.

To inspire and encourage employees in expanding their professional knowledge, the Hon’ble Chairman handed over a token amount of money on 14 May 2026 to all Heads of Departments for purchasing department-related books for the Central Library.

The following officials received the token amount from the Hon’ble Chairman:

- Mr. Hasan Tarek, Chief Executive Officer
- Mr. Anamul Gani Chowdhury, Chief Financial Officer and Department of Accounts
- Mrs. Kazi Farhana, Company Secretary and Head of HR Department
- Mr. Mohammad Billal Hossain, Head of Underwriting Department
- Mr. Faruk Hossain and Shaiful Islam, Head of Claims and Reinsurance Department
- Mr. Golam Hasib, Head of IT Department
- Mr. Md. Noman, Internal Audit Department
- Mr. Muhammad Zilon, Head of Compliance Department

On behalf of Eastern Insurance PLC, family they convey their heartfelt thanks and sincere gratitude to the Hon’ble Chairman for his visionary initiative, guidance, and continuous encouragement in promoting a culture of learning and knowledge-sharing within the Company.

The 273rd Board Meeting of Eastern Insurance PLC was held on 30 April 2026 at 3:00 PM at the Company's Head Office premises. The meeting was presided over by the Hon'ble Chairman, Mr. A.S.M. Waheeduzzaman.

The meeting was attended by the Hon'ble Vice Chairman, Mr. Azmal Hossain; Director Mr. Matiur Rahman (also Chairman & Managing Director of Uttara Group of Companies); Director Ms. Tajrina Mannan; Director Mr. Haider Ahmed Khan, FCA; Independent Director Mr. Mohammad Tofazzel Hossain, FCA; Mr. Hasan Tarek, Chief Executive Officer; Mr. Anamul Gani Chowdhury, Chief Financial Officer; Ms. Kazi Farhana, Company Secretary; and Mr. Faruk Hossain, Head of Claims.

This was a significant meeting in which the Board declared a 15% cash dividend for the valued shareholders. The Board also fixed the date and time of the Company's 40th Annual General Meeting (AGM), which will be held on 14 July 2026 via Zoom.

At the conclusion of the meeting, all members expressed their sincere thanks and appreciation for the active participation and the successful conduct of a meaningful meeting.

On 06 May 2026, a meeting was held with Barrister M. A. Mahabuddin Khokon, MP, to seek legal opinion regarding the Company's land-related matters. The meeting was convened by Mr. Hasan Tarek, Hon'ble Chief Executive Officer of Eastern Insurance PLC. Participants included Mr. Muhammad Zilon, Head of Compliance; Mr. Anwar Hossain, Managing Director of Bangladesh Industrial and Finance Corporation; Mr. Ashraful Alam, Legal Head; Mr. Moshiur, Executive Officer; Mr. Zakir Hossain, CEO of Sunflower Life Insurance Company Limited; and Advocate Khalequzzaman. The meeting was highly fruitful. Barrister Khokon provided valuable guidance and devoted considerable time to addressing the issues in detail. We express our sincere thanks to all participants for their presence and contributions.

“উযহিয়্যাহ ও কুরবানী: শব্দতত্ত্ব, তাৎপর্য ও ঈদুল আযহার প্রকৃত পরিচয়”

উযহিয়্যাহ’ কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ-যোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেঁড়াকে বলা হয়। উক্ত শব্দটি ‘যুহা’ শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ পূর্বাহ্ন। যেহেতু কুরবানী যবেহ করার উত্তম বা আফযল সময় হল ১০ই যুলহজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল। তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে ‘উযহিয়্যাহ’ বলা হয়েছে। যাকে ‘যাহিয়্যাহ’ বা ‘আযহাহ’ও বলা হয়। আর ‘আযহাহ’ এর বহুবচন ‘আযহা’। যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে ‘ঈদুল আযহা’। বলা বাহুল্য, ঈদুযযোহা কথাটি ঠিক নয়।

কুরবানী শব্দটিও ‘কুর্ব’ ধাতু থেকে গঠিত। যার অর্থ নৈকট্য। কুরবান হল, প্রত্যেক সেই বস্তু, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর সেখান থেকেই ফারসী বা উর্দু-বাংলাতে গৃহীত হয়েছে ‘কুরবানী’ শব্দটি।

কুরবানী করা কিতাব, সুন্নাহ ও সর্বাদিসম্মতিক্রমে বিধেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

অতএব তুমি নামায পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর।

এই আয়াত শরীফে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে নামায ও কুরবানী এই দু'টি ইবাদাতকে একত্রিত করে পালন করতে আদেশ করেছেন। যে দু'টি বৃহত্তম আনুগত্যের অন্যতম এবং মহত্তম সামীপ্যদানকারী ইবাদত। আল্লাহর রসূল (সা.) সে আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। সুতরাং তিনি ছিলেন অধিক নামায কায়েমকারী ও অধিক কুরবানীদাতা। ইবনে উমার (রা.) বলেন, “নবী (সা.) দশ বছর মদীনায় অবস্থানকালে কুরবানী করেছেন।”

আনাস (রা.) বলেন, ‘রসূল (সা.) দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু'শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত (মেটে বা ছাই) রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।’

তিনি কোন বছর কুরবানী ত্যাগ করতেন না। যেমন তিনি তাঁর কর্ম দ্বারা কুরবানী করতে উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর বাক্য দ্বারাও উদ্বুদ্ধ ও তাকীদ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করে সে নিজের জন্য যবেহ করে। আর যে নামাযের পরে যবেহ করে তার কুরবানী সিদ্ধ হয় এবং সে মুসলমানদের তরীকার অনুসারী হয়।”

তিনি আরো বলেন, “সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।”

সকল মুসলিমগণ কুরবানী বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে একমত। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

তবে কুরবানী করা ওয়াজিব না সুন্নাত -এ নিয়ে মতান্তর

আছে। আর দুই মতেরই দলীল প্রায় সমানভাবে বলিষ্ঠ। যাতে কোন একটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজ নয়। যার জন্য কিছু সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্ উলামা কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) অন্যতম। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফকীহগণের মতে কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নাত)। অবশ্য মুসলিমের জন্য মধ্যপন্থা এই যে, সামর্থ্য থাকতে কুরবানী ত্যাগ না করাই উচিত। উচিত নিজের ও পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে কুরবানী করা। যাতে আল্লাহর আদেশ পালনে এবং মহানবী (সা.)-এর অনুকরণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

বস্তুতঃ কুরবানীতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদতের খাতে অর্থব্যয় (ও স্বার্থত্যাগ) হয়। যাতে তাওহীদবাদীদের ইমাম ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাহ জীবিত হয়। ইসলামের একটি প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরিবার ও দরিদ্রজনের উপর খরচ করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করা হয়। এত কিছুর মাধ্যমে মুসলিম ঈদের খুশীর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করতে পেরেই মুসলিম আনন্দলাভ করতে পারে। সেই খুশীই তার আসল খুশী। রমযানের সারা দিন রোযা শেষে ইফতারের সময় তার খুশী হয়। পূর্ণ এক মাস রোযা করে সেই বিরাট আনুগত্যের মাধ্যমে ঈদের দিনে তারই আনন্দ অনুভব করে থাকে। এই খুশীই তার যথার্থ খুশী। বাকী অন্যান্য পার্থিব সুখ-বিলাসের খুশী খুশী নয়। বরং তা সর্বনাশের কদমবুসী। আল্লাহ তা'আলা কিছু জাহান্নামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, "এ এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ প্রকাশ করতে।"

কারুনের পার্থিব উৎফুল্লতা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন,

(إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)

"স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, (দর্পময়) আনন্দ করো না। অবশ্যই আল্লাহ (দর্পময়) আনন্দকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

অতঃপর জ্ঞাতব্য যে, যেমন হাজ্জ না করে তার খরচ সদকাহ করলে ফরয আদায় হয় না, তেমনি কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করে অভীষ্ট সুন্নাত আদায় হয় না। যেহেতু যবেহ হল আল্লাহর তা'যীম-সম্বলিত একটি ইবাদত এবং তাঁর দ্বীনের এক নিদর্শন ও প্রতীক। আর মূল্য সদকাহ করলে তা বাতিল হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে কুরবানী নবী (সা.)-এর সুন্নাহ এবং সমগ্র মুসলিম জাতির এক আমল। আর কোথাও কথিত নেই যে, তাঁদের কেউ কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য সদকাহ করেছেন। আবার যদি তা উত্তম হত, তাহলে তাঁরা নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম করতেন না।

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, 'যবেহ তার সবস্থানে কুরবানীর মূল্য সদকাহ করা অপেক্ষা উত্তম। যদিও সে মূল্য কুরবানীর চেয়ে পরিমাণে অধিক হয়। কারণ, আসল যবেহই উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট। যেহেতু কুরবানী নামাযের সংযুক্ত ইবাদত।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

অর্থাৎ, অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় ও কুরবানী কর।

তিনি অন্যত্র বলেন,

(قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

অর্থাৎ, বল, অবশ্যই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ধর্মাদর্শে নামায ও কুরবানী আছে; যার বিকল্প অন্য কিছু হতে পারে না। আর এই জন্যই যদি কোন হাজী তার তামাত্তু' বা ক্বিরান হাজ্জের কুরবানীর বদলে তার তিনগুণ অথবা তার থেকে বেশী মূল্য সদকাহ করে তবে তার পরিবর্তে হবে না। অনুরূপভাবে কুরবানীও। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

আরো জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, মূলতঃ কুরবানী যথাসময়ে জীবিত ব্যক্তির তরফ থেকেই প্রার্থনীয়। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে তার সওয়াবে জীবিত অথবা মৃত আত্মীয়-স্বজনকেও শরীক করতে পারে। যেহেতু নবী (সা.) তাঁর সাহাবাবৃন্দ (রা.) নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের তরফ থেকে কুরবানী করতেন।

একাধিক মৃতব্যক্তিকে একটি মাত্র কুরবানীর সওয়াবে শরীক করাও বৈধ; যদি তাদের মধ্যে কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব (নযর) না থাকে তবে। রসূল (সা.) নিজের তরফ থেকে, পরিবার-পরিজনের তরফ থেকে এবং সেই উম্মতের তরফ থেকে কুরবানী করেছেন; যারা আল্লাহর জন্য তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাঁর জন্য রিসালাত বা প্রচারের সাক্ষ্য দিয়েছে। আর বিদিত যে, ঐ সাক্ষ্য প্রদানকারী কিছু উম্মত তাঁর যুগেই মারা গিয়েছিল। অতএব একই কুরবানীতে কেউ নিজ মৃত পিতামাতা ও দাদা-দাদীকেও সওয়াবে শামিল করতে পারে।

মৃতব্যক্তির তরফ থেকে পৃথক কুরবানী করার কোন দলীল নেই। তবে করা যায়। যেহেতু কুরবানী করা এক প্রকার সদকাহ। আর মৃতের তরফ থেকে সদকাহ করা সিদ্ধ; যা যথা

প্রমাণিত এবং মৃতব্যক্তি তার দ্বারা উপকৃতও হবে- ইনশাআল্লাহ। পরন্তু মৃতব্যক্তি এই শ্রেণীর পুণ্যকর্মের মুখাপেক্ষীও থাকে।

তবুও একটি কুরবানীকে নিজের তরফ থেকে না দিয়ে কেবলমাত্র মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয় এবং এতে আল্লাহ তাআলার সীমাহীন করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। বরং উচিত এই যে, নিজের নামের সাথে জীবিত-মৃত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনকে কুরবানীর নিয়তে শামিল করা। যেমন আল্লাহর নবী (সা.) কুরবানী যবেহ করার সময় বলেছেন, 'হে আল্লাহ! এ (কুরবানী) মুহাম্মদের তরফ থেকে এবং মুহাম্মদের বংশধরের তরফ থেকে।' সুতরাং তিনি নিজের নাম প্রথমে নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বংশধরদেরকেও তার সওয়াবে শরীক করেছেন।

পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তি যদি তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কাউকে কুরবানী করতে অসীয়ত করে যায়, অথবা কিছু ওয়াকফ করে তার অর্জিত অর্থ থেকে কুরবানীর অসীয়ত করে যায়, তবে অসীর জন্য তা কার্যকর করা ওয়াজিব। কুরবানী না করে ঐ অর্থ সদকাহ খাতে ব্যয় করা বৈধ নয়। কারণ, তা সুন্নাহর পরিপন্থী এবং অসিয়তের রূপান্তর। অন্যথা যদি কুরবানীর জন্য অসিয়তকৃত অর্থ সংকুলান না হয়, তাহলে দুই অথবা ততোধিক বছরের অর্থ একত্রিত করে কুরবানী দিতে হবে। অবশ্য নিজের তরফ থেকে বাকী অর্থ পূরণ করে কুরবানী করলে তা সর্বোত্তম। মোটকথা অসীর উচিত, সূক্ষ্মভাবে অসীয়ত কার্যকর করা এবং যাতে মৃত অসিয়তকারীর উপকার ও লাভ হয় তারই যথার্থ প্রয়াস করা।

জ্ঞাতব্য যে, রসূল (সা.) কর্তৃক আলী (রা.)-কে কুরবানীর অসিয়ত করার হাদীসটি যইফ। পরন্তু নবীর নামে কুরবানী করা আমাদের জন্য বিধেয় নয়। তিনি ঈসালে-সওয়াবের মুখাপেক্ষীও নন।

উল্লেখ্য যে, মুসাফির হলেও তার জন্য কুরবানী করা বিধেয়। আল্লাহর রসূল (রা.) মিনায় থাকাকালে নিজ স্ত্রীগণের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

(সূরা আল কাউসার ২ আয়াত)

(মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী)

(বুখারী, মুসলিম)

(যাদুল মাআদ ২/৩১৭)

(বুখারী ৫২২৬নং)

(মুসনাদ আহমাদ ২/৩২১, ইবনে মাজাহ ২/১০৪৪, হাকেম ২/৩৮৯)

(মুগনী ১৩/৩৬০, ফাতহুল বারী ১০/৩)

অপরের দান বা সহযোগিতা নিয়ে হজ্জ বা কুরবানী করলে তা পালন হয়ে যাবে এবং দাতা ও কর্তা উভয়েই সওয়াবের অধিকারী হবে। ঋণ করে কুরবানী দেওয়া জরুরী নয়। যেমন সামর্থ্যবান কোন অসী বা মুআক্কেলের কুরবানী যবেহ করলে, তার নিজের তরফ থেকে কুরবানী মাফ হয়ে যাবে না।

কুরবানীর প্রধান ফজিলত ও তাৎপর্য:

আল্লাহর নৈকট্য লাভ: কুরবানী শব্দের অর্থই হলো নিকটবর্তী হওয়া। এটি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম।

সর্বোত্তম আমল: কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী করা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল।

তাকওয়া অর্জন: কুরবানীর পশুর রক্ত বা গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, বরং বান্দার অন্তরের তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই কবুল হয়।

পাপ মোচন: কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা কুরবানীকারীর পাপসমূহ মাফ করে দেন।

সওয়াব ও প্রতিদান: কুরবানীর পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি বা সওয়াব পাওয়া যায়।

ইবরাহীমী সুন্নাত: এটি নবী ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর ত্যাগের মহান স্মৃতি, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি সুন্নাত।

সামাজিক কল্যাণ: কুরবানীর মাধ্যমে গরীব-দুঃখী ও পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝে গোশত বিতরণের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও আনন্দের ভাগীদার হওয়া যায়।

আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য: এটি সম্পদ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

সংক্ষেপে, কুরবানী হলো শুধুমাত্র পশু জবাই নয়, বরং নিজের নফসের অহংকার ও অবাধ্যতাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর হুকুম পালনের একটি অসামান্য পরীক্ষা।

(সংকলিত)

SUZUKI
EXPERIENCE THE SUZUKI LINE UP
XL6
Jimny
ERTIGA
Contact us @
01729-200822, 01704-169242
SUZUKICAR.COM.BD
/SuzukiCarBangladesh
UTTARA
MOTORS
(An Enterprise of Uttara Group of Companies)

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

EASTERN INSURANCE PLC.

(The Symbol of Comprehensive Security)

Head Office: 44, Dilkusha C/A (1st & 2nd Floor), Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 02223383033-34 & 02223384246-48
E-mail: info@eiclbd.com Website: www.eiclbd.com

www.eiclbd.com www.youtube.com/@iteicl841 info@eiclbd.com